রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, মার্চ ১৭, ২০০৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

মুদ্রণ ও প্রকাশনা শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৫ নভেম্বর ২০০৭

নং ৫৫ (মুঃপ্রঃ)-শ্রকম-৫/১(১৯)/২০০৭।—সরকার, কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬ এর প্রথম তফসিল (বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের মধ্যে কার্যবন্টন) এর আইটেম ৩০ এর ক্রমিক ৭ ও ১০ এবং মন্ত্রিপরিষদের বিগত ৩-৭-২০০০ ইং তারিখের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্ত, ইংরেজীতে প্রণীত খনি আইন, ১৯২৩ এর নিম্নরূপ বাংলা অনুবাদ সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করিল।

মোঃ আনোয়ার হোসেন
সহকারী সচিব।

মূল্য ঃ টাকা ১৪.০০

[মূল ইংরেজী আইন হইতে বাংলায় অনূদিত পাঠ]

খনি আইন, ১৯২৩

(১৯২৩ সনের ৪ নং আইন)

খনিসমূহ নিয়ন্ত্রণ এবং পরিদর্শন সম্পর্কিত আইনসমূহ একত্রিকরণ ও সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু খনিসমূহের নিয়ন্ত্রণ ও পরিদর্শন সম্পর্কিত আইনসমূহ একত্রিকরণ ও সংশোধন করা সমীচীন;

সেহেতু, এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল ঃ

অধ্যায় ১

প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, ব্যাপ্তি এবং প্রবর্তন।**—(১) এই আইন খনি আইন, ১৯২৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা ১ জুলাই, ১৯২৪ তারিখে কার্যকর হইবে।

২। [বিলুপ্ত]।

৩। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে,—

(ক) "এজেন্ট" কোন খনি সম্পর্কে ব্যবহৃত অর্থে, কোন ব্যক্তি যিনি কোন খনি অথবা ইহার কোন অংশের ব্যবস্থাপনার বিষয়ে মালিকের পক্ষে প্রতিনিধি হিসাবে কার্য করেন, এবং এই আইনের অধীন কোন ব্যবস্থাপকের উর্ধ্বতন;

(কক) [বিলুপ্ত];

(খ) "প্রধান পরিদর্শক" অর্থ এই আইনের অধীন নিযুক্ত প্রধান খনি পরিদর্শক;

(গ) "শিশু" অর্থ আঠার বৎসর বয়স পূর্ণ হয় নাই এইরূপ কোন ব্যক্তি;

(গগ) "দিন" অর্থ মধ্যরাত্র হইতে আরম্ভ হইয়া পরবর্তী চব্বিশ ঘণ্টা সময়কাল;

(গগগ) [বিলুপ্ত];

(ঘ) কোন ব্যক্তি খনিতে "নিযুক্ত" হইয়াছেন বলা হইবে যিনি ব্যবস্থাপক কর্তৃক অথবা তাহার জ্ঞাতসারে নিযুক্ত হইয়া, মজুরীর বিনিময়ে অথবা মজুরী ব্যতীত, কোন খনির কার্যে, খনির অভ্যন্তরে বা খনির চারিপার্শ্বে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি বা উহার কোন অংশ পরিষ্কার করা বা তৈল মাখাইবার অথবা খনন কার্যের সহিত প্রাসঙ্গিক, অথবা সম্পৃক্ত অন্য যে কোন কার্য করেন;

(ঙ) "পরিদর্শক" অর্থ এই আইনের অধীন নিযুক্ত খনি পরিদর্শক, এবং একজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটও এই আইন দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে একজন পরিদর্শকের ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিলে, উহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(চ) "খনি" অর্থ যে কোন খনন কার্য যেখানে কোন খনিজ পদার্থ অনুসন্ধান অথবা আহরণের উদ্দেশ্যে কার্য করা হইয়াছে অথবা কার্য করা হইতেছে এবং যেকোন খনির নিকটবর্তী বা খনি এলাকার ভূমির উপর, নিচে, সকল কার্য, রাস্তা ও মালগাড়ী সরানোর লাইনও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কয়লা তৈরি অথবা কয়লা তৈরির প্রক্রিয়া ব্যতীত অন্য কোন উৎপাদন প্রক্রিয়া পরিচালিত হয় এইরূপ প্রাঙ্গনের কোন অংশ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

(ছ) "মালিক" অর্থ কোন খনি সম্পর্কে ব্যবহৃত হইবার ক্ষেত্রে, খনির অথবা উহার কোন অংশের প্রত্যক্ষ মালিক অথবা ইজারাদার বা দখলদার, তবে কোন ব্যক্তি যিনি খনি হইতে কেবল রয়ালটি, ভাড়া অথবা জরিমানা গ্রহণ করিয়া থাকেন, অথবা খনি ইজারা, মঞ্জুরী অথবা অনুমতি প্রদান সাপেক্ষে কেবল মালিক বলিয়া অথবা কেবল মাটির মালিক, কিন্তু খনির খনিজ সম্পর্কে স্বার্থসংশ্লিষ্ট নহেন ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন না; তবে খনিতে অথবা উহার কোন অংশে কার্য করিবার জন্য ঠিকাদার মালিকের ন্যায় একইরূপে এই আইনের আওতাভুক্ত হইবেন যেন তিনি একজন মালিক, তবে উহার ফলে মালিক কোন দায় হইতে অব্যাহতি পাইবেন না।

(জ) "নির্ধারিত" অর্থ প্রবিধান, বিধি অথবা উপ-আইন দ্বারা নির্ধারিত;

(ঝ) "উপযুক্ত চিকিৎসক" অর্থে মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আইন, ১৯৮৩ অধীন নিবন্ধিত ব্যক্তি, এবং সরকার কর্তৃক সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে উপযুক্ত চিকিৎসক হিসাবে ঘোষিত ব্যক্তিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(ঞ) "প্রবিধান", "বিধি" এবং "উপ-আইন" অর্থ যথাক্রমে এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান, বিধি অথবা উপ-আইন;

(ঞঞ) যেক্ষেত্রে দিনের বিভিন্ন সময়ে দুই বা ততোধিক শ্রমিকদল একই কার্য সম্পন্ন করেন, সেইক্ষেত্রে অনুরূপ প্রত্যেক দলকে একটি "রীলে" বলা হইবে।

(ট) "মারাত্মক দৈহিক জখম" অর্থ এইরূপ জখম যাহাতে শরীরের কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যবহার স্থায়ীভাবে নষ্ট হয়, অথবা স্থায়ীভাবে নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে অথবা স্থায়ী জখম হয় অথবা স্থায়ীভাবে দৃষ্টিশক্তি হারায় অথবা জখম হয়, অথবা শ্রবণশক্তি স্থায়ীভাবে বিনষ্ট হয় অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হয় অথবা কোন অঙ্গ ভাঙ্গিয়া যায় অথবা কোন জখমপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে একুশ দিনের অতিরিক্ত কার্যে অনুপস্থিত থাকিতে হয়; এবং

(ঠ) "সপ্তাহ" অর্থ শনিবার মধ্যরাত্র হইতে পরবর্তী শনিবারের মধ্যরাত্রের মধ্যবর্তী সময়।

অধ্যায় ২

পরিদর্শকবৃন্দ

৪। **প্রধান পরিদর্শক এবং পরিদর্শকগণ।**—(১) সরকার, সরকারী গেজেটে, প্রজ্ঞাপন দ্বারা, একজন যথাযথ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে সমগ্র বাংলাদেশের খনিসমূহের প্রধান পরিদর্শক হিসাবে এবং যথাযথ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিগণকে প্রধান পরিদর্শকের অধঃস্তন খনি পরিদর্শক হিসাবে নিয়োগ করিতে পারিবেন।

(২) কোন ব্যক্তিকে প্রধান পরিদর্শক অথবা পরিদর্শক হিসাবে নিয়োগ করা যাইবে না, যদি তিনি প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের কোন খনি অথবা উহার খনন অধিকার কার্যে সংশ্লিষ্ট থাকেন অথবা হন।

(৩) সরকারের সাধারণ অথবা বিশেষ আদেশ সাপেক্ষে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট একজন পরিদর্শকের ক্ষমতা প্রয়োগ ও দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-ধারার কোন কিছুই একজন জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে ধারা ১৯ অথবা ৩২ এর অধীন অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য কর্তৃত্ব প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না।

(৪) প্রধান পরিদর্শক এবং প্রত্যেক পরিদর্শক দন্ডবিধি (১৮৬০ সনের ৪৫ নং) এর বিধান অনুসারে সরকারী কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন।

৫। **পরিদর্শকের কার্যাবলী।**—(১) প্রধান পরিদর্শক, লিখিত আদেশ দ্বারা, আদেশে নাম-উল্লিখিত কোন পরিদর্শক অথবা আদেশে নির্দিষ্ট কোন পরিদর্শককে এই আইন দ্বারা পরিদর্শককে অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগে বাধা অথবা বিধিনিষেধ অথবা বিরত করিতে পারিবেন এবং উপর উল্লিখিত শর্ত সাপেক্ষে কোন স্থানীয় এলাকা ঘোষণা করিতে পারিবেন, যেখানে খনিসমূহ অথবা খনি শ্রেণীতে পরিদর্শকগণ তাহার স্ব স্ব ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

(২) পরিদর্শক, খনির স্থানীয় এলাকা বা এলাকাসমূহে অবস্থিত খনিসমূহের অথবা খনিসমূহের গ্রুপ বা শ্রেণীর মালিক, এজেন্ট এবং ব্যবস্থাপকগণকে, উপ-ধারা (১) এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট সকল প্রবিধান ও বিধি সম্পর্কে এবং যেখানে উক্ত প্রবিধান এবং বিধির অনুলিপি পাওয়া যাইতে পারে তদমর্মে তথ্য প্রদান করিবেন।

৬। **খনি পরিদর্শকের ক্ষমতা।**—প্রধান পরিদর্শক এবং যে কোন পরিদর্শক—

(ক) কোন খনির ক্ষেত্রে এই আইনের বিধান ও প্রবিধান এবং উপ-আইনের বিধান এবং উহার অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ পালিত হইতেছে কিনা উহা নিশ্চিত হইবার জন্য যেরূপ প্রয়োজন মনে করিবেন সেইরূপ পরীক্ষা এবং অনুসন্ধান করিতে পারিবেন;

(খ) তিনি প্রয়োজনবোধে কোন সহায়তাকারীসহ (যদি থাকে) দিনে অথবা রাত্রে যে কোন যুক্তিসঙ্গত সময়ে কোন খনিতে অথবা খনির কোন অংশে প্রবেশ করিতে এবং পরীক্ষা কার্য চালাইতে পারিবেন, তবে অযৌক্তিকভাবে কোন খনির কার্যে প্রতিবন্ধকতা অথবা বাধা সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে উহা হইবে না;

(গ) কোন খনির অথবা খনির কোন অংশের অবস্থান এবং অবস্থা, খনির বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা, খনি সম্পর্কিত আপাতত বলবৎ উপ-আইনের পর্যাপ্ততা, এবং খনিতে কর্মরত ব্যক্তিগণের নিরাপত্তার সহিত সম্পর্কযুক্ত অথবা সংশ্লিষ্ট যে কোন বিষয়ে অথবা বস্তু সম্পর্কিত বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিতে এবং অনুসন্ধান করিতে পারিবেন।

৭। **বিশেষ কর্মকর্তাগণের প্রবেশ, পরিমাপ, ইত্যাদির ক্ষমতা।**—প্রধান পরিদর্শকের অথবা পরিদর্শকের নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে লিখিত বিশেষ আদেশ দ্বারা যথাযথ ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রজাতন্ত্রের চাকরিতে নিয়োজিত যে কোন ব্যক্তি যে কোন খনিতে জরিপ, সমতলকরণ অথবা পরিমাপ করিবার উদ্দেশ্যে, অনুরূপ খনির ব্যবস্থাপককে অনধিক তিন দিনের সময় প্রদান করিয়া নোটিশ জারি করিয়া, দিনে অথবা রাত্রে যে কোন যুক্তিসঙ্গত সময়ে খনিতে প্রবেশ করিতে এবং উক্ত খনি অথবা খনির যে কোন অংশ জরিপ করিতে, সমতল করিতে অথবা পরিমাপ করিতে পারিবেন, তবে অযৌক্তিকভাবে খনির কার্যে বাধাদান অথবা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির জন্য করা যাইবে না।

৮। **পরিদর্শকদের প্রদেয় সুযোগ সুবিধা।**—খনির মালিক, এজেন্ট অথবা ব্যবস্থাপক প্রধান পরিদর্শককে এবং প্রত্যেক পরিদর্শককে এবং ধারা ৭ এর অধীন অধিকারপ্রাপ্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই আইনের অধীন প্রবেশ, পরিদর্শন, জরিপ, পরিমাপ, পরীক্ষা কার্য অথবা তদন্ত পরিচালনার জন্য যুক্তিসঙ্গত সর্বপ্রকার সুযোগ-সুবিধা প্রদান করিবেন।

৯। **প্রাপ্ত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা।**—(১) প্রধান পরিদর্শক অথবা কোন পরিদর্শক এই আইনের ধারা ৭ এর অধীন অধিকারপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি তাহার কর্তব্য পালনের সূত্রে প্রাপ্ত কোন খনি বিষয়ক কোন নিবন্ধন-বহির অথবা অন্যান্য রেকর্ডের সকল কপি ও উহার উদ্ধৃতি অথবা অন্য কোন

সংগৃহীত তথ্য গোপনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং প্রধান পরিদর্শক অথবা পরিদর্শক কর্তৃক উহা কোন ব্যক্তির নিরাপত্তার পক্ষে প্রকাশ করা প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত না হইলে, উহা ম্যাজিস্ট্রেট অথবা কোন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা অথবা খনির মালিক অথবা তাহার এজেন্ট অথবা ব্যবস্থাপক ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করা যাইবে না।

(২) সরকারের সম্মতি ব্যতিরেকে যদি প্রধান পরিদর্শক, পরিদর্শক অথবা উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অন্য কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধানের পরিপন্থী উপরি-উক্ত কোন তথ্য প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তিনি দায়িত্বজনিত বিশ্বাসভঙ্গের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইবেন এবং তিনি এক বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ডে অথবা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৩) কোন আদালত সরকারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত এই ধারার কোন অপরাধের বিচার করিবেন না।

অধ্যায় ৩

খনি বোর্ড ও কমিটি

১০। **খনি বোর্ড।**—(১) সরকার নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে বাংলাদেশের যে কোন অংশের জন্য অথবা যে কোন শ্রেণীর খনির জন্য খনি বোর্ড গঠন করিতে পারিবে—

(ক) প্রধান পরিদর্শক অথবা পরিদর্শক ব্যতীত, চেয়ারম্যান হিসাবে দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে, প্রজাতন্ত্রের চাকরিতে নিয়োজিত সরকার কর্তৃক মনোনীত এইরূপ কোন ব্যক্তি;

(খ) প্রধান পরিদর্শক অথবা কোন পরিদর্শক;

(গ) প্রধান পরিদর্শক অথবা পরিদর্শক নহেন এইরূপ সরকার কর্তৃক মনোনীত কোন ব্যক্তি;

(ঘ) খনি মালিক অথবা তাহাদের প্রতিনিধি কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে মনোনীত দুই জন ব্যক্তি;

(ঙ) খনিজীবীদের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করিবার উদ্দেশ্যে নিম্নবর্ণিত বিধান অনুসারে মনোনীত দুই জন ব্যক্তি ঃ—

(অ) মোট খনিজীবীদের কমপক্ষে এক চতুর্থাংশ সদস্য সমন্বয়ে এক অথবা একাধিক নিবন্ধিত ট্রেড ইউনিয়ন থাকিলে, উক্ত ব্যক্তিগণ অনুরূপ ট্রেড ইউনিয়ন অথবা ট্রেড ইউনিয়নসমূহ কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে মনোনীত হইবে;

(আ) যেক্ষেত্রে উপ-দফা (অ) প্রযোজ্য না হয় এবং অন্যূন ১০০০ খনিজীবীর সমন্বয়ে গঠিত এক অথবা একাধিক নিবন্ধিত ট্রেড ইউনিয়ন রহিয়াছে, সেইক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তিগণের মধ্য হইতে একজন ব্যক্তি নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত ট্রেড ইউনিয়ন অথবা ট্রেড ইউনিয়নসমূহ কর্তৃক মনোনীত হইবেন;

(ই) যেক্ষেত্রে উপ-দফা (অ) অথবা (আ) কোনটিই প্রযোজ্য নহে, সেইক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তিগণ সরকার কর্তৃক মনোনীত হইবেন।

ব্যাখ্যা।—এই দফায় "খনিজীবী" অর্থ খনি বোর্ড গঠিত হইয়াছে এইরূপ কোন খনিতে তদারকি অথবা ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি ব্যতীত, নিযুক্ত অন্য যে কোন ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

(২) চেয়ারম্যান বোর্ডের সচিব হিসাবে কার্য সম্পাদনের জন্য একজন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিবেন।

(৩) সরকার উক্ত খনি বোর্ডের সচিব অথবা সদস্য হিসাবে দায়িত্ব সম্পাদনের জন্য ব্যয়িত ভ্রমণভাতা পরিশোধের ব্যাপারে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

১১। **কমিটি।**—(১) যেক্ষেত্রে এই আইনের অধীন খনি সম্পর্কিত উত্থাপিত কোন প্রশ্ন কোন কমিটির নিকট প্রেরণ করা হয়, সেক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে কমিটি গঠিত হইবে—

(ক) সরকার কর্তৃক মনোনীত অথবা এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অথবা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মনোনীত একজন চেয়ারম্যান;

(খ) কমিটির নিকট প্রেরিত প্রশ্ন নিষ্পত্তি করিবার জন্য এবং চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন ব্যক্তি; এবং

(গ) দুইজন ব্যক্তির মধ্যে হইতে একজন ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট খনির মালিক অথবা এজেন্ট অথবা ব্যবস্থাপক কর্তৃক মনোনীত হইবেন, এবং অন্যজন সরকার কর্তৃক খনিতে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য মনোনীত হইবেন।

(২) এই ধারার অধীন কোন কমিটিতে কোন পরিদর্শক অথবা সংশ্লিষ্ট খনিতে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি অথবা ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি কমিটির চেয়ারম্যান অথবা সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন না।

(৩) যেক্ষেত্রে কোন মালিক, এজেন্ট অথবা ব্যবস্থাপক উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এর অধীন মনোনয়নের ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে ব্যর্থ হন, সেইক্ষেত্রে কমিটি উক্ত ব্যর্থতা সত্ত্বেও উহার নিকট প্রেরিত বিষয় অনুসন্ধান এবং নিষ্পত্তি করিতে পারিবে।

(৪) কমিটি উহার নিকট প্রধান পরিদর্শক, অথবা সংশ্লিষ্ট খনির মালিক, এজেন্ট অথবা ব্যবস্থাপক কর্তৃক উপস্থাপিত তথ্য রেকর্ড করিবে এবং প্রধান পরিদর্শক, পরিদর্শক অথবা সংশ্লিষ্ট খনির মালিক, এজেন্ট অথবা ব্যবস্থাপককে উহার সিদ্ধান্ত অবহিত করিবেন এবং সরকারকে উহার সিদ্ধান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ করিবে।

(৫) উক্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর, এজেন্ট অথবা ব্যবস্থাপক কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপত্তি পেশ না করিয়া থাকিলে, প্রধান পরিদর্শক, অথবা খনির মালিক, যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবে, আপত্তিটি যদি প্রধান পরিদর্শক কর্তৃক পেশ করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে খনির মালিক অথবা এজেন্ট অথবা ব্যবস্থাপককে নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

(৬) কমিটির সদস্যগণকে অথবা কোন সদস্যকে প্রদেয় পারিতোষিক, যদি থাকে, পরিশোধ করিবার জন্য এবং উক্ত পারিতোষিকসহ অনুসন্ধানের জন্য ব্যয়িত খরচ পরিশোধের বিষয়ে সরকার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

১২। **খনি বোর্ডের ক্ষমতা।**—(১) ধারা ১০ এর অধীন গঠিত যে কোন খনি বোর্ড এবং ধারা ১১ এর অধীন গঠিত যে কোন কমিটি উহার নিকট প্রেরিত কোন বিষয় নিষ্পত্তির জন্য অথবা প্রতিবেদন প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রয়োজন অথবা সমীচীন মনে করিলে এই আইনের অধীন একজন পরিদর্শককে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

(২) ধারা ১০ এর অধীন গঠিত যে কোন খনি বোর্ডের এবং ধারা ১১ অধীন গঠিত কোন কমিটির সাক্ষীকে উপস্থিত হইতে বাধ্য করিবার এবং দলিলপত্র অথবা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় দাখিল করিতে বাধ্য করিবার বিষয়ে দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮ এর অধীন দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা থাকিবে এবং খনি বোর্ড কর্তৃক অথবা কমিটি কর্তৃক কোন ব্যক্তি কে কোন তথ্য উপস্থাপন করিতে নির্দেশ প্রদান করা হইলে তিনি দন্ডবিধি (১৮৬০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ধারা ১৭৬ এর অর্থ অনুসারে উহা করিতে আইনত বাধ্য বলিয়া গণ্য হইবেন।

১৩। **ব্যয় আদায়।**—সরকার এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করিতে পারে যে, ধারা ১০ এর অধীন গঠিত কোন খনি বোর্ড কর্তৃক এবং ধারা ১১ এর অধীন নিযুক্ত কমিটি কর্তৃক পরিচালিত কোন তদন্তের ব্যয় সংশ্লিষ্ট খনির মালিক, এজেন্ট অথবা ব্যবস্থাপক সম্পূর্ণ অথবা অংশবিশেষ বহন করিবে এবং নির্দেশিত অর্থ, প্রধান পরিদর্শক অথবা পরিদর্শক কর্তৃক যেইস্থানে খনি অবস্থিত অথবা যেইস্থানে খনির মালিক অথবা এজেন্ট অথবা ব্যবস্থাপক অস্থায়ীভাবে অবস্থান করেন উক্ত স্থানের এখতিয়ারসম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আবেদনক্রমে উক্ত ম্যাজিস্ট্রেটের স্থানীয় অধিক্ষেত্রে অবস্থিত উক্ত মালিক অথবা এজেন্টের অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক এবং বিক্রয়ের মাধ্যমে আদায় করা যাইবে।

অধ্যায় ৪

খনির কার্য এবং খনি ব্যবস্থাপনা

১৪। **খনির বিষয়ে নোটিশ প্রদান।**—খনির মালিক, এজেন্ট অথবা ব্যবস্থাপক বিদ্যমান খনির ক্ষেত্রে, এই আইন কার্যকর হইবার এক মাসের মধ্যে, অথবা নূতন খনির ক্ষেত্রে, খনন আরম্ভ হইবার তিন মাসের মধ্যে, যে জেলায় খনি অবস্থিত সেই জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট নির্ধারিত ফরমে এবং খনি সম্পর্কিত নির্ধারিত তথ্য সম্পর্কে লিখিত নোটিশ প্রদান করিবেন।

১৫। **ব্যবস্থাপক।**—(১) ভিন্নরূপ নির্ধারিত না হইলে, প্রত্যেক খনি নির্ধারিত যোগ্যতাসম্পন্ন একজন ব্যবস্থাপকের অধীন থাকিবে এবং ব্যবস্থাপক খনির নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা ও নির্দেশনার জন্য দায়ী থাকিবেন, এবং প্রত্যেক খনির মালিক অথবা এজেন্ট নিজেকে অথবা অনুরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন অন্য কোন ব্যক্তিকে উক্ত ব্যবস্থাপক হিসাবে নিয়োগ করিবেন।

(২) কোন খনিতে উপ-ধারা (১) অনুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপক ব্যতীত খনির কার্য পরিচালনা করা হইলে, মালিক এবং এজেন্ট এই ধারার বিধান লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

১৬। **মালিক, এজেন্ট এবং ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব ও কর্তব্য।**—(১) প্রত্যেক খনির মালিক, এজেন্ট এবং ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব হইবে খনির সংশ্লিষ্ট সকল কার্য এই আইনের বিধান এবং এই আইনের প্রণীত প্রবিধান, বিধি এবং উপ-আইনের বিধান ও প্রদত্ত অন্য আদেশ অনুসারে পরিচালনা করা।

(২) মালিক, এজেন্ট এবং ব্যবস্থাপক যে কোন ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত বিধানসমূহের কোন একটি বিধান লংঘন করা হইলে, অনুরূপ লংঘন রোধ করিবার এবং উক্ত বিধানসমূহ প্রকাশনার উদ্দেশ্যে তাহার বিধানসমূহ ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে যুক্তিসঙ্গত সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রমাণ না করিতে পারিলে, উক্ত মালিক, এজেন্ট এবং ব্যবস্থাপক প্রত্যেকে অনুরূপ লঙ্ঘনের জন্য দোষী বলিয়া গণ্য হইবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মালিক অথবা এজেন্ট উক্ত লংঘনের জন্য দোষী বলিয়া গণ্য হইবেন না যদি তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে—

(ক) খনির ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিষয়ে সাধারণত জড়িত নহেন অথবা উক্ত বিষয়ে তিনি অংশ গ্রহণ করেন নাই; এবং

(খ) তিনি ব্যবস্থাপককে তাহার দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল আর্থিক এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন; এবং

(গ) অপরাধটি তাহার জ্ঞাতসারে, সম্মতিতে অথবা সহায়তায় সংঘটিত হয় নাই।

(৩) পূর্বোক্ত বিধানসমূহ ব্যতীত, এই ধারার অধীন কোন খনির মালিক অথবা এজেন্টের বিরুদ্ধে আনীত কোন অভিযোগ, ইহা আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন যুক্তি হিসাবে গ্রাহ্য হইবে না যে উক্ত ব্যবস্থাপককে এই আইনের বিধান অনুসারে নিয়োগ করা হইয়াছে।

অধ্যায় ৫

স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত বিধান

১৭। **সংরক্ষণাগার।**—প্রত্যেক খনিতে নির্ধারিত প্রকারের এবং মানের পায়খানা এবং প্রস্রাবখানা রাখিতে হইবে এবং পান করিবার উপযুক্ত পানি সরবরাহ থাকিতে হইবে।

১৮। **চিকিৎসার সরঞ্জামাদি।**—সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে সকল খনিতে এই ধারা প্রয়োগযোগ্য বলিয়া ঘোষণা করিবে সেই সকল খনির প্রত্যেকটিতে নির্ধারিত এ্যাম্বুলেন্স অথবা স্ট্রেচার রাখিতে হইবে এবং চটি, ব্যান্ডেজ এবং অন্যান্য চিকিৎসা সরঞ্জাম হাতের নিকট তৈরি রাখিতে হইবে এবং উক্ত সরঞ্জামাদি সুবিধাজনক স্থানে এবং উত্তম অবস্থায় সংরক্ষণ করিতে হইবে।

১৯। **কোন বিপদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সুস্পষ্ট বিধান না থাকিলে বা কোন ব্যক্তির নিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ হইবার ক্ষেত্রে পরিদর্শকের ক্ষমতা।**—(১) এই আইন অথবা প্রবিধান, অথবা বিধি অথবা উপ-আইনের অথবা উহার অধীন প্রদত্ত আদেশে কোন সুস্পষ্ট বিধান দ্বারা কোন ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান উল্লিখিত না থাকিলে, প্রধান পরিদর্শক অথবা পরিদর্শকের নিকট কোন খনি অথবা উহার কোন অংশ অথবা উহার কোন বিষয়, অথবা জিনিস অথবা প্রচলিত পদ্ধতি অথবা খনির নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা অথবা নির্দেশনার সহিত জড়িত বিষয়ে বা ব্যাপারে মানুষের জীবন অথবা নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক বলিয়া প্রতীয়মান হইলে, অথবা কোন ব্যক্তির দৈহিক আঘাত প্রাপ্তির মত ক্রটিপূর্ণ অথবা হুমকি বলিয়া প্রতীয়মান হইলে, তিনি উক্ত বিষয়ে খনির মালিক, এজেন্ট অথবা ব্যবস্থাপককে লিখিত নোটিশ প্রদান করিতে পারিবেন, এবং তিনি খনি অথবা উহার অংশবিশেষ অথবা বিষয় অথবা জিনিসের অথবা প্রচলিত পদ্ধতিতে কোন বিষয় বিপজ্জনক অথবা ক্রটিপূর্ণ বলিয়া মনে করিলে উহার উল্লেখ করিবেন এবং উক্ত নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে উহা ক্রটিমুক্ত করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(১ক) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত বিধানের সামগ্রিকতা ক্ষুণ্ন না করিয়া, প্রধান পরিদর্শক অথবা পরিদর্শক, সরকার কর্তৃক সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা যে এলাকার জন্য এই উপ-ধারা প্রযোজ্য ঘোষিত হইয়াছে, সেই এলাকার খনির মালিক, এজেন্ট অথবা ব্যবস্থাপককে লিখিত আদেশ দ্বারা—

খনির কোন অংশ হইতে কোন খুঁটি উঠানো অথবা হ্রাস করা হইতে বিরত রাখিতে পারিবেন, যদি উক্তরূপ কার্যক্রমের ফলে খুঁটি নষ্ট হইয়া যাইতে পারে অথবা কোন অংশ ধ্বসিয়া যাইতে পারে অথবা অন্যভাবে খনি হুমকির সম্মুখীন হইতে পারে বলিয়া মনে করেন, অথবা যদি তাহার মতে, অগ্নিকান্ড রোধ করিবার জন্য খনির যে অংশে কার্যক্রম চালানো হইয়াছে সেই অংশ সীল করিবার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করিবার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে, তাহা হইলে এইরূপ সম্ভাব্য এলাকার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করিতে পারেন।

এবং এই উপ-ধারার অধীন প্রদত্ত আদেশের ক্ষেত্রে উপ-ধারা (৩), (৪), (৫) এবং (৬) এর বিধানসমূহ উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রদত্ত আদেশের অনুরূপ কার্যকর প্রযোজ্য হইবে।

(২) প্রধান পরিদর্শক অথবা প্রধান পরিদর্শক কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে, কোন সাধারণ অথবা বিশেষ আদেশ দ্বারা, ক্ষমতাপ্রাপ্ত পরিদর্শক যদি মনে করেন যে, কোন খনিতে অথবা খনির কোন অংশে কর্মরত কোন ব্যক্তির জীবন অথবা নিরাপত্তার পক্ষে অতি জরুরী এবং আশু বিপদাশংকা রহিয়াছে, তাহা হইলে তিনি, লিখিত আদেশ দ্বারা, তাহার মতামতের কারণসমূহ উল্লেখপূর্বক, উক্ত বিপদ দূর না হওয়া পর্যন্ত উক্ত খনিতে অথবা উহার অংশ বিশেষে অথবা নিকটে, তাহার মতে, বিপদ দূর করিবার উদ্দেশ্যে যাহাদের কার্য যুক্তিসংগতভাবে প্রয়োজনীয় নহে উক্ত সকল ব্যক্তির কার্য নিষিদ্ধ করিতে পারিবেন।

(৩) পরিদর্শক কর্তৃক উপ-ধারা (২) এর অধীন কোন আদেশ প্রদত্ত হইলে, খনির মালিক, এজেন্ট অথবা ব্যবস্থাপক, উক্ত আদেশ প্রাপ্তির দশ দিনের মধ্যে প্রদান পরিদর্শকের নিকট আপীল করিতে পারিবেন, যিনি উক্ত আদেশ বহাল রাখিতে, পরিবর্তন করিতে অথবা বাতিল করিতে পারিবেন।

(৪) প্রধান পরিদর্শক অথবা পরিদর্শক উপ-ধারা (১) এর অধীন তলবপত্র প্রদান করিলে অথবা উপ-ধারা (২) এর অধীন কোন আদেশ প্রদান করিলে, অথবা প্রধান পরিদর্শক উপ-ধারা (৩) এর অধীন আপীলে কোন আদেশ (বাতিলের আদেশ ব্যতীত) প্রদান করিলে, আদেশ প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে সরকারের নিকট উহার প্রতিবেদন প্রেরণ করিলে এবং অনুরূপ প্রতিবেদন প্রদান করা হইয়াছে মর্মে খনির মালিক, এজেন্ট অথবা ব্যবস্থাপককে অবগত করিবেন।

(৫) যদি খনির মালিক, এজেন্ট অথবা ব্যবস্থাপক প্রধান পরিদর্শক কর্তৃক উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত তলবপত্র সম্পর্কে অথবা উপ-ধারা (২) এর অধীন কোন আদেশ অথবা উপ-ধারা (৩) এর অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ সম্পর্কে কোন আপত্তি করেন, তাহা হইলে তাহাকে তলবপত্র সম্বলিত নোটিশ প্রাপ্তির অথবা, ক্ষেত্রমত, আদেশ প্রাপ্তির অথবা আপীলে সিদ্ধান্ত প্রদানের তারিখ হইতে একুশ দিনের মধ্যে সরকারের নিকট কারণ উল্লেখপূর্বক লিখিত আপত্তি প্রেরণ করিতে হইবে এবং সরকার উহা কমিটির নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৬) কমিটির সিদ্ধান্ত নিষ্পন্নাধীন থাকাকালীন, উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত তলবপত্র অথবা উপ-ধারা (২) অথবা উপ-ধারা (৩) এর অধীন যে আদেশের বিরুদ্ধে উপ-ধারা (৫) এর অধীন আপত্তি করা হইয়াছে, অনুসরণ করিতে হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কমিটি, মালিক, এজেন্ট অথবা ব্যবস্থাপকের আবেদনক্রমে, উক্ত আপত্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিষ্পন্নাধীন থাকাকালে উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত তলবের কার্যকরতা স্থগিত রাখিতে পারিবেন।

(৭) এই ধারার কোন কিছুই ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ধারা ১৪৪ এর অধীন ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা ক্ষুণ্ন করিবে না।

২০। **দুর্ঘটনার নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।**—(১) যখন কোন খনিতে অথবা খনির নিকট, কোন দুর্ঘটনা ঘটিবার ফলে কাহারও প্রাণহানি ঘটে অথবা মারাত্মক দৈহিক জখম হয়, অথবা কোন সময় দুর্ঘটনাজনিত বিস্ফোরণ ঘটে অথবা অগ্নি সংযোগ হয় অথবা অগ্নিকান্ড ঘটে অথবা খনিতে অথবা উহার নিকটে সবেগে পানি প্রবেশ করে, তখন খনির মালিক, এজেন্ট অথবা ব্যবস্থাপককে অনুরূপ দুর্ঘটনা সম্পর্কে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট, নির্ধারিত ফরমে ও সময়ের মধ্যে নোটিশ প্রদান করিবেন।

(২) সরকার,সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে যে, উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত দুর্ঘটনা ব্যতীত, অন্য কোন দুর্ঘটনার ফলে কোন দৈহিক জখম হইলে এবং জখমপ্রাপ্ত ব্যক্তি আটচল্লিশ ঘন্টার বেশি সময় কার্যে অনুপস্থিত থাকিতে বাধ্য হইলে, একটি নিবন্ধন-বহিতে নির্ধারিত ফরমে উহা অন্তর্ভুক্ত হইবে অথবা উপ-ধারা (১) এর বিধানের আওতাভুক্ত হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত নিবন্ধন-বহিতে এন্ট্রিসমূহের একটি অনুলিপি খনির মালিক, এজেন্ট অথবা ব্যবস্থাপক কর্তৃক প্রতিবৎসর ৩০ জুন এবং ৩১ ডিসেম্বর তারিখের পরবর্তী চৌদ্দ দিনের মধ্যে প্রধান পরিদর্শকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

২১। **দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক তদন্ত আদালত নিয়ুক্তির ক্ষমতা।**—(১) কোন খনিতে অথবা খনির নিকটে দুর্ঘটনাজনিত বিস্ফোরণ, প্রজ্বলন, অগ্নিকান্ড অথবা পানি সবেগে প্রবেশ করিলে অথবা অন্য কোন দুর্ঘটনা ঘটিলে সরকারের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, দুর্ঘটনার কারণ এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে আনুষ্ঠানিক তদন্ত করিবার প্রয়োজন, তাহা হইলে, কোন যোগ্য ব্যক্তিকে অনুরূপ তদন্তের জন্য নিয়োগ করিতে পারিবে, এবং তদন্ত অনুষ্ঠানে মূল্যনির্ণায়ক (এসেসর) হিসাবে কার্য করিবার জন্য আইনগত অথবা বিশেষ জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিগণকেও নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) অনুরূপ তদন্ত পরিচালনার জন্য নিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষীগণের উপস্থিতি এবং দলিলপত্র ও গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্য উপস্থাপন করিতে বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে দেওয়ানী কার্যবিধি, ১৯০৮ এর অধীন একটি দেওয়ানী আদালতের সকল ক্ষমতা থাকিবে এবং উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক আদিষ্ট হইলে, প্রত্যেক ব্যক্তি দন্ডবিধির ধারা ১৭৬ এর অর্থানুসারে যে কোন তথ্য উপস্থাপন করিতে আইনতঃ বাধ্য বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৩) এই ধারার অধীন তদন্ত পরিচালনাকারী ব্যক্তি তদন্তের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় অথবা সমীচীন মনে করিলে, এই আইনের অধীন একজন পরিদর্শকের যে কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

(৪) এই ধারার অধীন তদন্ত পরিচালনাকারী ব্যক্তি দুর্ঘটনার কারণ এবং পরিস্থিতির বিবরণ উল্লেখপূর্বক এবং উহার সহিত তাহার অথবা যে কোন এসেসরের মন্তব্যসহ সরকারের নিকট একটি প্রতিবেদন পেশ করিবেন।

২২। **প্রতিবেদন প্রকাশ।**—সরকার ধারা ১১ এর অধীন কমিটি কর্তৃক দাখিলকৃত কোন প্রতিবেদন যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ সময়ে ও পদ্ধতিতে প্রকাশ করিতে পারিবে এবং ধারা ২১ এর অধীন তদন্ত আদালত দাখিলকৃত প্রত্যেক প্রতিবেদন প্রকাশ করিবে।

অধ্যায় ৬

চাকরির সময় এবং সীমা

২২ক। **সাপ্তাহিক বিশ্রামের দিন।**—কোন ব্যক্তিকে কোন এক সপ্তাহের ছয় দিনের অতিরিক্ত সময় কার্য করিতে দেওয়া যাইবে না।

২২খ। **ভূমির উপরে কর্মঘন্টা।**—(১) কোন খনিতে ভূমির উপরে নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে কোন এক সপ্তাহে চুয়ান্ন ঘন্টার অতিরিক্ত অথবা কোন এক দিনে দশ ঘন্টার অতিরিক্ত সময় কার্য করিতে দেওয়া যাইবে না।

(২) এইরূপ কোন ব্যক্তির কার্যের সময় এইরূপে ব্যবস্থা করিতে হইবে যাহাতে বিশ্রামের বিরতিসহ তাহার কার্যের সময় কোন একদিনে বার ঘন্টার অতিরিক্ত হইবে না, এবং তাহাকে কমপক্ষে একঘন্টা বিশ্রামের জন্য বিরতি না দিয়া ছয় ঘন্টার অতিরিক্ত কার্য করানো যাইবে না।

(৩) দুই অথবা ততোধিক রিলেভুক্ত ব্যক্তিকে ভূমির উপরে একসঙ্গে একই ধরনের কার্য করিতে দেওয়া যাইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোন ব্যক্তি বিভিন্ন সময়ে তাহার বিশ্রামের জন্য বিরতি পাইয়া থাকিলে কেবল এই কারণে তিনি পৃথক রিলেভুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন না।

২২গ। **ভূমির নীচে কর্মঘন্টা।**—(১) কোন খনিতে ভূমির নীচে নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে কোন দিনে নয় ঘন্টার অতিরিক্ত কার্য করিতে দেওয়া যাইবে না।

(২) কোন খনিতে ভূমির নীচে একই ধরনের কার্য, রিলে ব্যবস্থার দ্বারা নয় ঘন্টার অতিরিক্ত না হইলে কোন এক দিনে উক্ত কার্য নয় ঘন্টার অতিরিক্ত পরিচালনা করা যাইবে না।

(৩) খনিতে নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে ধারা ২৮ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন রক্ষিত নিবন্ধন বহিতে তাহার নামের পার্শ্বে প্রদর্শিত সময়কাল ব্যতিত অন্য সময়ে ভূমির নীচে খনির কোন অংশে অবস্থান করিতে দেওয়া যাইবে না।

২২ঘ। **রাত্রিকালিন রীলে সম্পর্কিত বিশেষ বিধান।**—যে ক্ষেত্রে রিলেতে কর্মরত কোন শ্রমিককে কার্যের সময় মধ্যরাত্র অতিক্রান্ত হয়, সেইক্ষেত্রে রিলের জন্য নির্ধারিত সময় সমাপ্ত হইবার মুহূর্ত হইতে পরবর্তী দিনেও তাহার চব্বিশ ঘন্টা সময় হিসাব করা হইবে, এবং মধ্যরাত্রের পরে তিনি যত ঘন্টা কার্য করিয়াছেন উহা পূর্বের দিনের হিসাবের মধ্যে গণনা করা হইবে।

২৩। **কতিপয় ব্যক্তির নিয়ুক্তির ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা।**—কোন ব্যক্তি, যিনি পূর্ববর্তী বার ঘন্টার মধ্যে অন্য কোন খনিতে কার্য করিয়াছেন, তাহাকে খনিতে কার্য করিতে দেওয়া যাইবে না।

২৩ক। **বিলুপ্ত।**

২৩খ। **কর্মঘন্টা সম্পর্কে নোটিশ।**—(১) প্রত্যেক খনির ব্যবস্থাপক খনির কার্যালয়ের বাহিরে নির্ধারিত ফরমে খনিতে কার্য আরম্ভ করিবার ও সমাপ্ত করিবার সময় বর্ণনা করিয়া এবং যদি রিলে পদ্ধতির মাধ্যমে কার্য করিবার জন্য প্রস্তাব করা হয়, তাহা হইলে প্রতিটি রিলের কার্য আরম্ভ করিবার এবং সমাপ্ত করিবার সময় বর্ণনা করিয়া একটি নোটিশ টাঙ্গাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিবেন। নোটিশে ভূমির উপরে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের বিশ্রামের জন্য বিরতিকাল আরম্ভ এবং সমাপ্ত হইবার সময়ও উল্লেখ থাকিবে। প্রধান পরিদর্শকের প্রয়োজন হইলে নোটিশের একটি কপি তাহার নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(২) কোন খনির কার্য ১৯৩০ সনের ১৪ এপ্রিল তারিখের পর আরম্ভ হইবার ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত নোটিশ কার্য আরম্ভ করিবার অনূর্ধ্ব সাত দিন পূর্বে টাঙ্গাইতে হইবে।

(৩) যেক্ষেত্রে খনিতে সাধারণতঃ কার্য আরম্ভ করিবার অথবা সমাপ্ত করিবার সময় পরিবর্তনের প্রস্তাব করা হয় অথবা কোন রীলে অথবা ভূমির উপরে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের বিশ্রামের নির্ধারিত বিরতির কোন পরিবর্তনের প্রস্তাব করা হয়, সেইক্ষেত্রে নির্ধারিত ফরমে সংশোধিত নোটিশ উক্ত পরিবর্তন করিবার অনূর্ধ্ব সাতদিন পূর্বে খনির কার্যালয়ের বাহিরে টাঙ্গাইতে হইবে এবং অনুরূপ পরিবর্তনের কমপক্ষে অন্যুন সাতদিন পূর্বে প্রধান পরিদর্শকের নিকটি প্রেরণ করিতে হইবে।

(৪) কোন ব্যক্তিকে উপ-ধারা (১) অনুযায়ী প্রয়োজনীয় নোটিশের ব্যত্যয় ঘটাইয়া কোন খনিতে কার্য করিতে দেওয়া যাইবে না।

২৩ গ। **মহিলাদের কর্ম ঘন্টার সীমাবদ্ধতা।**—কোন মহিলাকে কোন খনির উপরে অথবা নিচে সন্ধা সাত ঘটিকার পরে এবং ভোর ছয় ঘটিকার পূর্বে কার্য করিতে দেওয়া যাইবে না।

২৪। **তদারককারী কর্মচারী।**—বিধি দ্বারা ব্যবস্থাপনা অথবা কারিগরি প্রকৃতির কার্যে দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত বলিয়া সজ্ঞায়িত কোন ব্যক্তি অথবা স্বাস্থ্য ও কল্যাণ সার্ভিসে নিয়োজিত ব্যক্তি অথবা কোন গোপনীয় দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে ধারা ২২খ, ২২গ, ২৩, ২৩খ এর উপ-ধারা (৪) অথবা ২৩গ এর কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

২৫। **নিয়োগ সম্পর্কিত বিধান হইতে অব্যাহতি।**—ব্যবস্থাপক খনি অথবা উহাতে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে গুরুতর ঝুঁকিপূর্ণ জরুরী অবস্থা উদ্ভব হইলে ধারা ১৯ এর বিধান সাপেক্ষে, ধারা ২২ক, ২২খ, ২২গ, ২৩ অথবা ধারা ২৩খ এর উপ-ধারা (৪) এর বিধান লঙ্ঘনক্রমে খনি এবং উহাতে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের নিরাপত্তা রক্ষার্থে প্রয়োজন হইলে লোক নিয়োগের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ অবস্থার উদ্ভব হইলে, ব্যবস্থাপক অবিলম্বে ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবেন এবং প্রধান পরিদর্শক অথবা পরিদর্শকের নিকট পরবর্তী খনি পরিদর্শনের সময় উহা উপস্থাপন করিবেন।

২৬। **শিশু**।—কোন শিশুকে খনিতে নিয়োগ করা যাইবে না, অথবা ভূমির নিচে খনির কোন অংশে উপস্থিত থাকিবার অনুমতি দেওয়া যাইবে না।

২৬ক। **সক্ষমতার প্রত্যায়নপত্র ব্যতীত তরুণ ব্যক্তিগণের নিয়োগ করা যাইবে না**।—কোন ব্যক্তির বয়স আঠার বৎসর পূর্ণ না হইলে তাহাকে খনির কোন অংশে নিয়োগ করা যাইবে না, যদি না,—

(ক) উপযুক্ত চিকিৎসক কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে প্রদত্ত উপযুক্ততা প্রত্যায়নপত্র খনির ব্যবস্থাপকের হেফাজতে থাকে, এবং

(খ) কার্যের সময় তাহার সহিত অনুরূপ প্রত্যায়নপত্রের উল্লেখ সম্বলিত একটি টোকেন থাকে।

২৬খ। **তরুণ ব্যক্তিদের কর্মঘন্টার সীমা**।—আঠার বৎসরের কম বয়স্ক কোন ব্যক্তিকে দিনে একটানা অন্ততঃ বার ঘন্টা বিশ্রামের বিরতি প্রদান করিয়া, যাহার মধ্যে সন্ধ্যা সাত ঘটিকা হইতে ভোর সাত ঘটিকা পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে একটানা সাত ঘন্টা বিরতি হইবে, কর্মঘন্টা নির্ধারণ না করা হইলে, তাহাকে খনির কোন অংশে ভূমির নিচে অথবা উপরে, কার্য করিতে দেওয়া যাইবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, কোন খনিতে শিক্ষানবিশ হিসাবে অথবা বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত শর্ত ও অবস্থায় নিযুক্ত অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই ধারার কোন কিছু প্রযোজ্য হইবে না।

২৭। **বয়স সম্পর্কে বিরোধ**।—(১) কোন ব্যক্তি শিশু কিনা অথবা তাহার বয়স আঠার বৎসর পূর্ণ হইয়াছে কিনা তৎসম্পর্কে প্রধান পরিদর্শক অথবা পরিদর্শক এবং খনির ব্যবস্থাপকের মধ্যে কোন প্রশ্নের উদ্ভব হইলে, অনুরূপ ব্যক্তির নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রদত্ত কোন বয়সের প্রত্যায়নপত্র না থাকিলে, প্রধান পরিদর্শক অথবা পরিদর্শক বিষয়টি একজন উপযুক্ত চিকিৎসকের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(২) কোন ব্যক্তির বয়স সম্পর্কে নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রদত্ত সকল প্রত্যায়ণপত্র এবং উপ-ধারায় প্রেরিত পত্রের উপর উপযুক্ত চিকিৎসক কর্তৃক প্রদত্ত প্রত্যায়নপত্র, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বয়স সম্পর্কে চূড়ান্ত প্রমাণ হিসাবে গণ্য হইবে।

২৮। **কর্মচারীগণের নিবন্ধন-বহি**।—(১) প্রত্যেক খনিতে নিযুক্ত সকল কর্মচারীর প্রত্যেকের সম্পর্কে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ উল্লেখপূর্বক নির্ধারিত ফরমে এবং স্থানে একটি নিবন্ধন-বহি সংরক্ষণ করিতে হইবে—

(ক) নাম, জন্ম তারিখ ও তাহার কার্যের প্রকৃতি;

(খ) তাহার জন্য নির্ধারিত কার্যের সময়;

(গ) বিশ্রামের জন্য বিরতি, যদি থাকে, পাওয়ার অধিকারী;

(ঘ) যতদিন বিশ্রাম পাওয়ার অধিকারী; এবং

(ঙ) রীলের উল্লেখ থাকিতে হইবে, যদি রীলে পদ্ধতিতে কার্য করা হয়।

(২) উপ-ধারা (১) দ্বারা নির্ধারিত নিবন্ধন-বহির এন্ট্রিসমূহ এইরূপে উল্লেখ করিতে হইবে, যাহাতে উক্ত এন্ট্রিসমূহ অনুসারে শ্রমিকগণ কার্য করিলে উহা যেন এই অধ্যায়ের কোন বিধানের লঙ্ঘন না হয়।

(৩) কোন ব্যক্তি সম্পর্কে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত বিবরণ নিবন্ধন-বহিতে লিপিবদ্ধ না করা পর্যন্ত তাহাকে কার্যে নিযুক্ত করা যাইবে না এবং নিবন্ধন-বহিতে কোন ব্যক্তির নামের পার্শ্বে প্রদর্শিত সময় ব্যতীত অন্য সময়ে তাহাকে কার্যে নিযুক্ত করা যাইবে না।

(৪) সরকার, বিশেষ অথবা সাধারণ আদেশ দ্বারা, যে সকল খনির ক্ষেত্রে এই উপ-ধারা প্রযোজ্য বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে, উক্ত খনির প্রত্যেকটিতে নির্ধারিত ফরমে ও স্থানে একটি নিবন্ধন-বহি সংরক্ষণ করিতে হইবে যাহাতে উক্ত সময়ে ভূমির নিচে খনিতে কর্মরত ব্যক্তিগণের নাম প্রদর্শিত হইবে।

অধ্যায় ৭

প্রবিধান বিধি ও উপ-আইন

২৯। **সরকারের প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।**—সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ নিম্নবর্ণিত সকল অথবা যে কোন উদ্দেশ্যে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে, যথা—

(ক) প্রধান পরিদর্শক অথবা পরিদর্শক হিসাবে কোন ব্যক্তির নিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা নির্ধারণ;

(খ) এই আইনের অধীন খনি পরিদর্শনের বিষয়ে প্রধান পরিদর্শক এবং পরিদর্শকের দায়িত্ব এবং ক্ষমতা নির্ধারণ এবং নিয়ন্ত্রণ;

(গ) খনির মালিক, এজেন্ট এবং ব্যবস্থাপক, এবং তাহাদের অধীন কর্মরত ব্যক্তিগণের যোগ্যতা নির্ধারণ;

(ঘ) খনির ব্যবস্থাপক এবং তাহার অধীন কর্মরত ব্যক্তির যোগ্যতা নির্ধারণ

(ঙ) খনির ব্যবস্থাপক এবং তাহার অধীন কর্মরত ব্যক্তির যোগ্যতা যাচাই অথবা অন্যভাবে নিশ্চিত হইবার পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ, এবং যোগ্যতার প্রত্যায়নপত্র মঞ্জুর এবং নবায়ন;

(চ) অনুরূপ পরীক্ষা, প্রত্যয়নপত্র মঞ্জুরী অথবা নবায়নের ফী নির্ধারণ;

(ছ) একাধিক খনি একজন ব্যবস্থাপকের অধীন যে পরিস্থিতি এবং শর্তসাপেক্ষে ন্যস্ত থাকা আইনসম্মত, অথবা নির্ধারিত যোগ্যতাবিহীন ব্যবস্থাপকের অধীন কোন খনি অথবা খনিসমূহ ন্যস্ত থাকিবে উহা নির্ধারণ;

(জ) ব্যবস্থাপক অথবা তাহাদের অধীন কর্মরত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অসদাচরণ অথবা অযোগ্যতার অভিযোগ তদন্তের বিধান প্রণয়ন এবং যোগ্যতার প্রত্যায়নপত্র স্থগিত অথবা বাতিল করিবার পদ্ধতি নির্ধারণ;

(ঝ) বিস্ফোরক আইন, ১৮৮৪ এর বিধান এবং তদধীন প্রণীত বিধি সাপেক্ষে বিস্ফোরক মজুদ এবং ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত প্রবিধান;

(ঞ) খনিসমূহে অথবা কোন শ্রেণীর খনিতে ভূমির উপরে অথবা নিচে মহিলাদের চাকরী অথবা যে বিশেষ ধরনের কার্য মহিলাদের জীবন, নিরাপত্তার অথবা স্বাস্থের পক্ষে বিপজ্জনক হইতে পারে অনুরূপ কার্যে মহিলাদের নিয়োগ নিষিদ্ধ, সীমিতকরণ অথবা নিয়ন্ত্রণ;

(ট) খনিতে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের নিরাপত্তার জন্য, উহাতে প্রবেশ এবং উহা হইতে নির্গমন পথ স্থাপনযোগ্য শ্যাফট অথবা নির্গমনপথের সংখ্যা এবং শ্যাফট, গর্ত, নির্গমনপথ, চলাচলের পথ এবং অধোগমন বেড়া দ্বারা ঘিরিয়া রাখিবার বিধান;

(টট) খনির মালিক কর্তৃক প্রদত্ত বেতনের বিনিময় ব্যতীত অথবা মালিক অথবা ব্যবস্থাপকের নিকট সরাসরি দায়ী ব্যক্তি ব্যতীত অন্য ব্যক্তির ব্যবস্থাপক হিসাবে অথবা অন্য কোন নির্দিষ্ট পদে নিয়োগের উপর নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত বিধান;

(ঠ) খুঁটি বসানো, খুঁটি সংরক্ষণ এবং এক খনি হইতে অন্য খনির মধ্যবর্তী স্থানে পর্যাপ্ত প্রতিবন্ধক স্থাপনসহ খনির রাস্তা এবং কার্যের স্থানের নিরাপত্তা বিধান;

(ড) খনিতে বায়ুচলাচলের ব্যবস্থা এবং উহা নিয়ন্ত্রণ এবং ধূলা-বালি ও বিষাক্ত গ্যাসের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত বিধান;

(ঢ) সকল যন্ত্রপাতি এবং স্থাপনা (প্লান্ট) এবং সংকেত প্রদানের জন্য ব্যবহৃত সকল বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের যত্ন এবং নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিধান;

(ণ) খনিতে নিরাপদ বাতির ব্যবস্থা ও উহা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিধান;

(ত) খনিতে বিস্ফোরণ অথবা প্রজ্বলন অথবা পানির সবেগে প্রবেশ অথবা পানি জমা হইবার অথবা খনিতে প্রজ্বলন দেখা দিতে পারে এইরূপ পরিস্থিতিতে কোন খনি হইতে কোন খনিজ পদার্থ আহরণ ও নিষিদ্ধকরণ অথবা সীমিতকরণ অথবা নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিধান;

(থ) খনির মালিক, এজেন্ট অথবা ব্যবস্থাপক কর্তৃক রক্ষণযোগ্য নকশা প্রণয়ন এবং লিপিবদ্ধের উদ্দেশ্যে উক্ত নকশা সংরক্ষণ করিবার পদ্ধতি ও স্থান নির্ধারণ।

(দ) খনিতে অথবা খনির নিকটে দুর্ঘটনা অথবা বিস্ফোরণ অথবা প্রজ্বলন সংঘটিত হইলে গৃহীতব্য পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিধান;

(ধ) খনির মালিক, এজেন্ট অথবা ব্যবস্থাপক কর্তৃক ধারা ১৪ অনুসারে প্রদেয় নোটিশের ফরম এবং উহাতে উল্লেখযোগ্য যে সকল বিষয় বর্ণিত থাকিবে উহা নির্ধারণ;

(ন) রেলওয়ে আইন, ১৮৯০ এর বিধান সাপেক্ষে, কোন রেলপথের অথবা সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে বিশেষ অথবা সাধারণ আদেশে নির্দিষ্ট কোন পূর্ত কার্যের অথবা কোন শ্রেণীর পূর্ত কার্যের পঞ্চাশ গজের মধ্যে কোন স্থানে কোন খনির কার্য আরম্ভ করা হইলে অথবা কার্য সম্প্রসারণ করিবার ক্ষেত্রে খনির মালিক অথবা এজেন্ট অথবা ব্যবস্থাপক কর্তৃক প্রদেয় নোটিশ নির্ধারণ।

৩০। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**—সরকার, সরকারী গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ নিম্নবর্ণিত সকল অথবা যে কোন উদ্দেশ্যে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে, যথা ঃ—

(ক) খনি বোর্ডসমূহের চেয়ারম্যান এবং সদস্য, এবং অনুরূপ বোর্ডের কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ;

(কক) ধারা ২০ এর উপ-ধারা (২) এ বর্ণিত নিবন্ধন-বহির ফরম নির্ধারণ;

(খ) ধারা ২১ এর অধীন তদন্ত আদালত নিয়োগের বিধান, অনুরূপ আদালতের কার্যপদ্ধতি ও ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ, সংশ্লিষ্ট খনির মালিক, এজেন্ট অথবা ব্যবস্থাপক কর্তৃক সদস্যগণের ভ্রমণ ভাতা পরিশোধ এবং তাহাদের নিকট হইতে অনুরূপ ব্যয় আদায় করিবার ব্যবস্থা;

(খখ) যে সকল খনিতে সাধারণত মহিলাগণকে নিয়োগ করা হয় সেই সকল খনিতে অনুরূপ মহিলাগণের ছয় বৎসরের নিম্নবয়স্ক শিশুদের ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত কক্ষের ব্যবস্থা করিবার জন্য, এবং খনিতে নিয়োজিত মহিলাদের সংখ্যানুপাতে অথবা সাধারণভাবে অনুরূপ কক্ষের সংখ্যা এবং মান নির্ধারণ, এবং এই সকল কক্ষের তদারকির ধরণ ও সীমা নির্ধারণ করা;

(খখখ) সাওয়ার সমৃদ্ধ গোসলখানার খনির গর্তের মুখ অথবা উহার নিকটবর্তী স্থান রক্ষণাবেক্ষণের বিধান এবং খনিতে কর্মরত পুরুষ ব্যক্তি কর্তৃক ব্যবহৃত লকার রুম এবং যে সকল খনিতে মহিলা নিযুক্ত রহিয়াছেন উক্ত খনিতে মহিলাদের ব্যবহার্য অনুরূপ পৃথক স্থান ও কক্ষ, এবং সাধারণ অথবা বিশেষভাবে পুরুষ ও মহিলাগণের সংখ্যানুপাতে অনুরূপ স্থান এবং কক্ষের সংখ্যা ও মান নির্ধারণ;

(গ) খনিতে স্থাপনযোগ্য পায়খানা ও প্রস্রাবখানার সংখ্যার হার, পানীয় জলের ব্যবস্থা, চিকিৎসা সরঞ্জাম ও আরামের সরঞ্জাম সরবরাহ ও সংরক্ষণ, এবং এ্যাম্বুলেন্স কার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা;

(গগ) ধারা ২৩খ এর অধীন প্রয়োজনীয় নোটিশের ফরম নির্ধারণ, এবং নির্দিষ্ট ভাষায় উক্ত নোটিশ টাঙ্গাইবার বিধান;

(গগগ) ধারা ২৬খ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সন্ধ্যা সাত ঘটিকা হইতে ভোর সাত ঘটিকার মধ্যে সাত ঘন্টা ধারাবাহিক সময় নির্ধারণ;

(গগগগ) কোন অবস্থায় এবং কী শর্ত অনুসারে কোন তরুণ ব্যক্তিকে কার্যে নিয়োগ করা যাইবে অথবা শিক্ষানবিস হিসাবে কার্য করিবার অনুমতি দেওয়া যাইবে অথবা ধারা ২৬খ এর শর্তাংশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণের অনুমতি দেওয়া যাইবে উহা নির্ধারণ;

(ঘ) ধারা ২৪ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে যে সকল ব্যক্তি তদারকি, অথবা ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত অথবা গোপনীয় কার্যে নিযুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন উহা নির্ধারণ;

(ঙ) উপযুক্ত চিকিৎসক কর্তৃক পনের বৎসর বয়স পূর্ণ হইয়াছে মর্মে প্রত্যয়িত হন নাই এইরূপ কোন ব্যক্তি অথবা কোন ব্যক্তির শ্রেণীকে খনিতে নিয়োগ নিষিদ্ধ করিয়া, এবং কোন অবস্থায় অথবা কোন পরিস্থিতিতে অনুরূপ প্রত্যায়নপত্র মঞ্জুর অথবা প্রত্যাহার করা যাইতে পারে উহা নির্ধারণ;

(ঙঙ) ধারা ২৬ক অনুসারে প্রয়োজনীয় উপযুক্ততার প্রত্যয়নপত্রের ফরম নির্ধারণ এবং কোন অবস্থায় অনুরূপ প্রত্যায়নপত্র মঞ্জুর অথবা প্রত্যাহার করা যাইবে উহা নির্ধারণ;

(চ) ধারা ২৮ অনুসারে প্রয়োজনীয় নিবন্ধনবহির ফরম নির্ধারণ;

(ছ) এই আইন এবং প্রবিধান ও বিধির সার-সংক্ষেপ নির্ধারণ এবং যে ভাষায় অনুরূপ সার-সংক্ষেপসমূহ এবং উপ-আইন ধারা ৩২ এবং ৩৩ এর বিধান অনুসারে টাঙ্গাইতে হইবে উহা নির্ধারণ;

(জ) জনসাধারণের নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় হইলে, কোন খনি অথবা উহার কোন অংশে, কার্য অব্যাহত থাকুক বা না থাকুক, বেড়া দিয়া ঘিরিয়া রাখিবার ব্যবস্থা;

(ঝ) কোন খনির কার্য বন্ধ থাকাকালে সরকার অথবা কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট ন্যস্ত কোন সম্পত্তি ক্ষতি হইতে রক্ষাকরণ;

(ঞ) খনির মালিক, এজেন্ট অথবা ব্যবস্থাপক কর্তৃক বিধির সহিত সম্পৃক্ত নোটিশ, রিটার্ন এবং প্রতিবেদন দাখিল, এবং অনুরূপ নোটিশ, রিটার্ন এবং প্রতিবেদনের ফরম নির্ধারণ; উক্ত নোটিশ, রিটার্ন ও প্রতিবেদন যেই ব্যক্তি অথবা কর্তৃপক্ষের নিকট এবং যে সময়ে দাখিল করা হইবে উহার বিবরণ;

(ট) এই আইন কার্যকর করিবার লক্ষ্যে এই আইন বা প্রবিধানে উল্লিখিত হয় নাই সাধারণভাবে এইরূপ বিষয়ে বিধান প্রণয়ন।

৩০ক। **উদ্ধার স্টেশন প্রতিষ্ঠা করিতে সরকারের ক্ষমতা।**—সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই ধারার অধীন নিম্নবর্ণিত বিষয়ে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে ঃ

(ক) কোন নির্দিষ্ট এলাকায় নির্ধারিত খনি অথবা সকল খনির জন্য একটি কেন্দ্রীয় উদ্ধার স্টেশন প্রতিষ্ঠা এবং কীভাবে ও কাহার দ্বারা অনুরূপ স্টেশন প্রতিষ্ঠা করা হইবে উহার বিধান প্রণয়ন;

(খ) কেন্দ্রীয় উদ্ধার স্টেশনের ব্যবস্থাপনা এবং উহার গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ, এবং ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্তৃপক্ষের (উহার মধ্যে সংশ্লিষ্ট খনি অথবা খনিসমূহের মালিক বা ব্যবস্থপকগণের এজেন্ট এবং নিযুক্ত খনিজীবীগণের এজেন্ট অন্তর্ভুক্ত) কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত বিধান;

(গ) কেন্দ্রীয় উদ্ধার স্টেশনের অবস্থান, যন্ত্রপাতি, নিয়ন্ত্রণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং কার্যাবলী সংক্রান্ত বিধান;

(ঘ) দফা (ক) এ উল্লিখিত খনি হইতে অথবা দফা (ক) এ উল্লিখিত কোন নির্দিষ্ট এলাকার খনি হইতে উৎপাদিত অথবা অন্যত্র প্রেরিত কোক কয়লা অথবা কয়লার ক্ষেত্রে শুল্ককর আরোপ এবং সংগ্রহ (প্রতি টনে সর্বোচ্চ তিন পয়সা হারে), উক্ত গ্রুপ বা এলাকার কেন্দ্রীয় উদ্ধার স্টেশন তহবলি সৃষ্টির লক্ষ্যে উহা হইতে আহরিত অর্থ এবং তহবিল পরিচালনা সংক্রান্ত বিধান;

(ঙ) উদ্ধার ব্রিগেডের গঠন, প্রশিক্ষণ, বিন্যস্তকরণ এবং দায়িত্ব বন্টন;

(চ) খনিতে উদ্ধার কার্য পরিচালনা সংক্রান্ত সাধারণ বিধান।

৩১। **প্রবিধান ও বিধির প্রাক-প্রকাশনা।**—(১) ধারা ২৯, ৩০ এবং ৩০ক এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, প্রাক-প্রকাশনার শর্ত সাপেক্ষে, প্রবিধান ও বিধি প্রণয়ন করিতে হইবে।

(২) জেনারেল ক্লজেজ এ্যাক্ট, ১৮৯৭ (১৮৯৭ এর ১০ নং আইন) এর ধারা ২৩ এর দফা (৩) এর বিধান অনুসারে উক্ত তারিখ এইরূপে নির্ধারণ করিতে হইবে যাহাতে, প্রস্তাবিত প্রবিধান অথবা বিধির খসড়া সাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশিত হইবার তারিখ হইতে উহা বিবেচনার সময়কাল তিন মাসের কম না হয়।

(৩) এই ধারার অধীন প্রস্তুতকৃত কোন প্রবিধানের খসড়া প্রকাশ করিবার পূর্বে, উহা বাংলাদেশে গঠিত যে সকল খনি বোর্ড সরকারের বিবেচনায় প্রবিধানে বর্ণিত বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট, উক্ত খনি বোর্ডের নিকট প্রেরণ করা হইবে; এবং অনুরূপ প্রতিটি বোর্ড হইতে প্রবিধান প্রণয়নের যথার্থতা এবং উহার বিধানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মতামত প্রদানের যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান না করা পর্যন্ত, প্রবিধান প্রকাশ করা হইবে না।

(৩ক) বিধির খসড়া বাংলাদেশে যে কোন অংশে গঠিত এবং বিধি সম্পর্কিত সকল খনি বোর্ডের নিকট প্রেরণ না করা পর্যন্ত এবং অনুরূপ সকল বোর্ড কর্তৃক বিধি প্রণয়নের যথার্থতা এবং প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মন্তব্য পেশ করিবার যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান না করা পর্যন্ত কোন বিধি প্রণয়ন করা যাইবে না।

(৪) প্রবিধান এবং বিধি সরকারী গেজেটে প্রকাশ করিতে হইবে, এবং অনুরূপ প্রকাশনার পর উহা এইরূপে কার্যকর হইবে, যেন উহা এই আইনের অধীন প্রণীত।

(৫) যে সকল বিষয়ের উপর ধারা ৩০ এর দফা (খখ) অথবা (খখখ) এ উল্লিখিত বিধি প্রণয়ন করা হইয়াছে, সেই সকল ক্ষেত্রে প্রথমবার উপ-ধারা (১), (২) এবং (৩ক) এর বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

৩১ক। **প্রাক-প্রকাশনা ব্যতীত প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।**—সরকারের নিকট যদি ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, আশু বিপদ প্রতিরোধের জন্য এবং বিপদের কারণসমূহের জরুরি প্রতিকারের জন্য প্রবিধান প্রণয়ন এবং প্রকাশনার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য বিলম্ব রোধকল্পে অনুরূপ প্রকাশনা ও প্রেরণ ব্যতীত প্রবিধান প্রণয়ন প্রয়োজন, তাহা হইলে ধারা ৩১ এর উপ-ধারা (১), (২) এবং (৩) এর বিধান সত্ত্বেও, ধারা ২৯ দফা (ঝ) এবং (ট), (ধ) এর অধীন প্রাক-প্রকাশনা ব্যতীত এবং খনি বোর্ডের নিকট প্রেরণ ব্যতিরেকে প্রবিধান প্রণয়ন করা যাইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপে প্রণীত কোন প্রবিধান প্রণয়নের পর দুই বৎসর মেয়াদের অতিরিক্ত বলবৎ থাকিবে না।

৩২। **উপ-আইন।**—(১) খনির মালিক, এজেন্ট অথবা ব্যবস্থাপক স্বেচ্ছায় এবং প্রধান পরিদর্শক অথবা পরিদর্শক কর্তৃক নির্দেশিত হইলে অবশ্যই, ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত ব্যক্তিগণের নিয়ন্ত্রণ এবং নির্দেশনার জন্য অথবা খনির মালিক, এজেন্ট অথবা ব্যবস্থাপক খনিতে কর্মরত ব্যক্তিগণের নিরাপত্তার জন্য, সুবিধা এবং শৃঙ্খলা রক্ষার্থে এই আইনের সহিত অথবা আপাততঃ বলবৎ প্রবিধান অথবা বিধির সহিত অসংগতিপূর্ণ না হয় এইরূপে উপ-আইনের একটি খসড়া প্রস্তুত করিয়া প্রধান পরিদর্শক অথবা পরিদর্শকের নিকট দাখিল করিবেন।

(২) যদি কোন মালিক, এজেন্ট অথবা ব্যবস্থাপক—

(ক) প্রধান পরিদর্শক অথবা পরিদর্শক কর্তৃক উপ-আইন প্রস্তুত করিয়া দাখিল করিবার জন্য নির্দেশিত হইবার দুই মাসের মধ্যে উহা দাখিল করিতে ব্যর্থ হয়; অথবা

(খ) উপ-আইনের খসড়া দাখিল করেন যাহা প্রধান পরিদর্শক অথবা পরিদর্শক অপর্যাপ্ত মনে করিলে, প্রধান পরিদর্শক অথবা পরিদর্শক—

(অ) তাহার নিকট পর্যাপ্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে এইরূপ খসড়া উপ-আইন দাখিল করিবার প্রস্তাব করিতে পারিবেন; অথবা

(আ) মালিক, এজেন্ট অথবা ব্যবস্থাপক কর্তৃক দাখিলকৃত খসড়ায় এইরূপ সংশোধন করিবার জন্য প্রস্তাব করিতে পারিবেন, যাহাতে উহা তাহার মতে পর্যাপ্ত বলিয়া বিবেচিত হয়;

এবং, দাখিলকৃত খসড়া উপ-আইন অথবা সংশোধনী, ক্ষেত্রমত, খসড়াটির মালিক, এজেন্ট অথবা ব্যবস্থাপক নিকট বিবেচনার জন্য প্রেরণ করিবেন।

(৩) যদি প্রধান পরিদর্শক, অথবা পরিদর্শক কর্তৃক উপ-ধারা (২) এর অধীন মালিক, এজেন্ট অথবা ব্যবস্থাপকের নিকট কোন খসড়া উপ-আইন অথবা খসড়া সংশোধনী প্রেরণ করিবার তারিখ হইতে দুই মাসের মধ্যে প্রধান পরিদর্শক বা পরিদর্শক এবং মালিক, এজেন্ট অথবা ব্যবস্থাপক উপ-ধারা (১) অনুসারে প্রণীতব্য উক্ত উপ-আইনের শর্ত সম্পর্কে একমত হইতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে প্রধান পরিদর্শক অথবা পরিদর্শক উক্ত খসড়া উপ-আইন নিষ্পত্তির জন্য খনি বোর্ডের নিকট, অথবা, খনি বোর্ড না থাকিলে, সরকার কর্তৃক সাধারণ অথবা বিশেষ আদেশ দ্বারা, এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত ব্যক্তি অথবা কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(৪) (ক) খসড়া উপ-আইন সম্পর্কে প্রধান পরিদর্শক, অথবা পরিদর্শক এবং মালিক, এজেন্ট অথবা ব্যবস্থাপক একমত পোষণ করিলে, অথবা তাহারা একমত পোষণ করিতে ব্যর্থ না হইলে খনি বোর্ড অথবা উক্ত কর্মকর্তা বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিষয়টি নিষ্পত্তি করা হইলে, প্রধান পরিদর্শক খসড়া উপ-আইন অনুমোদনের জন্য সরকারের নিকট প্রেরণ করিবেন।

(খ) সরকার যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপে উক্ত খসড়া উপ-আইন বিবেচনাক্রমে পরিবর্তন করিতে পারিবে।

(গ) সরকার, পরিবর্তনসহ অথবা পরিবর্তন ব্যতীত, উক্ত উপ-আইন অনুমোদন করিবার ক্ষেত্রে উক্তরূপ অনুমোদনের পূর্বে উক্ত উপ-আইন দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিগণ বা উক্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপে উহা প্রণয়নের প্রস্তাব করিবে, এবং উক্ত উপ-আইনের অনুলিপি কোথায় পাওয়া যাইবে, এবং কত দিনের মধ্যে (সময় এক মাসের কম হইবে না) উক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের পক্ষে সরকারের নিকট আপত্তি পেশ করিতে হইবে উহা উল্লেখসহ প্রকাশ করিতে হইবে।

(ঘ) প্রত্যেক আপত্তি লিখিত হইতে হইবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত বিষয় বর্ণিত থাকিবে—

(অ) আপত্তি করিবার সুনির্দিষ্ট কারণ, এবং

(আ) যে সকল বিচ্যুতি, সংযোজন অথবা পরিবর্তন প্রয়োজন।

(ঙ) সরকার নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি অথবা তাহার পক্ষে প্রদত্ত আপত্তি বিবেচনা করিবে, এবং যেইরূপে উপ-আইন প্রকাশিত হইয়াছে সেইরূপে অথবা উহার নিকট উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত সংশোধনীসহ উহা অনুমোদন করিবে।

(৫) সরকার কর্তৃক উপ-আইন অনুমোদিত হইলে উহা এইরূপে কার্যকর হইবে যেন উহা এই আইনের অধীন প্রণীত হইয়াছে, এবং খনির মালিক, এজেন্ট অথবা ব্যবস্থাপক উক্ত উপ-আইনের অনুলিপি ইংরেজী এবং বাংলায় খনিতে অথবা সংলগ্ন প্রকাশ্য স্থানে টাঙ্গাইয়া রাখিবেন যাহাতে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ সহজে উহা দেখিতে এবং পড়িতে পারেন; এবং উহা মুছিয়া গেলে, অস্পষ্ট হইয়া গেলে অথবা নষ্ট হইয়া গেলে, যতশীঘ্র সম্ভব, পুনরায় নূতন করিয়া টাঙ্গাইয়া রাখিবেন।

(৬) সরকার, লিখিত আদেশ দ্বারা, প্রণীত উপ-আইন সম্পূর্ণ অথবা আংশিক বাতিল করিতে পারিবে এবং সেইক্ষেত্রে অনুরূপ উপ-আইনের কার্যকরতা রদ হইবে।

৩৩। **আইন, প্রবিধান ইত্যাদির উদ্ধৃতাংশ টাঙ্গানো।**—প্রত্যেক খনিতে অথবা উহার নিকটবর্তী স্থানে এই আইনের, প্রবিধানের এবং বিধির নির্ধারিত উদ্ধৃতাংশ ইংরেজী এবং বাংলায় লিখিয়া টাঙ্গাইয়া রাখিতে হইবে।

অধ্যায় ৮

দন্ড ও পদ্ধতি

৩৪। বাধা।—(১) কোন ব্যক্তি প্রধান পরিদর্শক, পরিদর্শক অথবা ধারা ৭ এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তিকে তাহার দায়িত্ব পালনে বাধা প্রদান করিলে, অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে প্রধান পরিদর্শক, পরিদর্শক অথবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে কোন যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান করিতে অস্বীকার

অথবা অবহেলা করিলে, অথবা খনি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এই আইনের অধীন অনুমোদিত পদ্ধতিতে প্রবেশ, অনুসন্ধান কার্য, পরীক্ষা কার্য অথবা তদন্ত করিতে অস্বীকার অথবা অবহেলা করিলে তিনি অনূর্ধ্ব তিন মাস মেয়াদের কারাদণ্ডে, অথবা অন্যূন পাঁচশত টাকা অর্থদণ্ডে, অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তি প্রধান পরিদর্শক অথবা পরিদর্শক কর্তৃক তলবকৃত এই আইনের অধীন রক্ষিত কোন নিবন্ধন বহি অথবা দলিলপত্র উপস্থাপন করিতে অস্বীকার করিলে, অথবা অনুসন্ধানকারী কর্মচারী কর্তৃক জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কোন ব্যক্তিকে উপস্থিত হইতে বাধা প্রদান করিলে অথবা এমন কিছু করেন যাহাতে অনুরূপ বাধা প্রদান করা হইয়াছে মর্মে বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে, অথবা এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালনরত তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট জবানবন্দী প্রদান করিতে বাধা প্রদান করিলে, তিনি অন্যূন তিন শত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৩৫। রেকর্ডপত্র জালকরণ, ইত্যাদি।—কোন ব্যক্তি—

(ক) এই আইনের অধীন প্রদত্ত কোন প্রত্যয়নপত্র জাল করিলে, অথবা জ্ঞাতসারে কোন প্রত্যয়নপত্রে অথবা প্রত্যয়নপত্রের সরকারী কপিতে কোন মিথ্যা বিবৃতি প্রদান করিলে; অথবা

(খ) জ্ঞাতসারে কোন জাল অথবা মিথ্যা প্রত্যয়নপত্র সঠিক হিসাবে ব্যবহার করিলে; অথবা

(গ) তাহার নিজের অথবা অন্যের জন্য, এই আইন দ্বারা কোন প্রত্যয়নপত্র অর্জন করিবার অথবা নবায়নের জন্য অথবা খনিতে কোন চাকরি পাইবার জন্য মিথ্যা বলিয়া জানা সত্ত্বেও কোন মিথ্যা ঘোষণা অথবা বিবৃতি প্রদান করিলে অথবা উপস্থাপন অথবা ব্যবহার করিলে; অথবা

(ঘ) এই আইনের অধীন সংরক্ষণযোগ্য কোন রেকর্ড অথবা নিবন্ধন-বহি অথবা নকশা জাল করিলে; অথবা

(ঙ) তাহার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য নহে এইরূপ কোন বিবৃতি সম্বলিত কোন নকশা, রিটার্ন, নোটিশ, রেকর্ড অথবা প্রতিবেদন তৈরি করিলে অথবা প্রদান করিলে অথবা অর্পণ করিলে;

অনধিক তিন মাস মেয়াদের কারাদণ্ড, অথবা অনধিক পাঁচ শত টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৩৬। **নক্‌শা, ইত্যাদি উপস্থাপনে বিচ্যুতি।**—কোন ব্যক্তি, যুক্তিসংগত কারণ ব্যতীত, যাহা প্রমাণের দায়িত্ব তাহার উপর থাকিবে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এই আইনের অধীন প্রয়োজনীয় এবং সংরক্ষণযোগ্য কোন নক্‌শা, রিটার্ন, নোটিশ, নিবন্ধন-বহি, রেকর্ড অথবা প্রতিবেদন নির্ধারিত ফরমে অথবা পদ্ধতিতে প্রণয়ন অথবা দাখিল না করিলে তিনি অনধিক দুইশত টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

৩৭। **শ্রমিক নিয়োগ সংক্রান্ত বিধান লংঘন**।—কোন ব্যক্তি, ধারা ২৫এ প্রদত্ত অনুমতি ব্যতীত, এই আইনের অধীন কোন খনিতে অথবা খনির উপর নিয়োগের নিষেধাজ্ঞা অথবা খনিতে অথবা উহার উপর কোন ব্যক্তির উপস্থিতির নিষেধাজ্ঞা অথবা সীমিতকরণ সংক্রান্ত কোন বিধান অথবা কোন প্রবিধান, বিধি অথবা উপ-আইনের কোন বিধান অথবা অনুরূপ প্রদত্ত কোন আদেশ লংঘন করিলে তিনি অনধিক পাঁচশত টাকা অর্থদণ্ডে দন্ডিত হইবেন।

৩৮। **দুর্ঘটনার নোটিশ**।—(১) কোন ব্যক্তি ধারা ২০ এর উপ-ধারা (১) এর বিধানের ব্যত্যয় ঘটাইয়া কোন দুর্ঘটনাজনিত নোটিশ প্রদান করিতে ব্যর্থ হইলে, যদি উক্ত দুর্ঘটনার ফলে কোন মারাত্মক দৈহিক জখম হয়, তিনি অনধিক পাঁচশত টাকা অর্থদণ্ডে দন্ডিত হইবেন, অথবা দুর্ঘটনার ফলে কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিলে, তিনি অনধিক তিন মাস মেয়াদের কারাদণ্ডে, অথবা অনধিক পাঁচশত টাকা অর্থদণ্ডে, অথবা উভয়দণ্ডে দন্ডিত হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তি, ধারা ২০ এর উপ-ধারা (২) এ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনার ব্যত্যয় ঘটাইয়া, নির্ধারিত নিবন্ধন বহিতে কোন দুর্ঘটনাজনিত ঘটনা রেকর্ড করিতে ব্যর্থ হইলে, অথবা নোটিশ প্রদান করিতে ব্যর্থ হইলে, অনধিক পাঁচশত টাকা অর্থদণ্ডে দন্ডিত হইবেন।

৩৯। **আদেশ পালনে অবাধ্যতা**।—কোন ব্যক্তি, এই আইন অথবা আইনের অধীন প্রণীত কোন প্রবিধান, বিধি অথবা উপ-আইন অথবা এই আদেশের বিধান লংঘন করিলে, যে লংঘনের জন্য কোন শাস্তির বিধান করা হয় নাই, অনূ্যন এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দন্ডিত হইবেন, এবং ক্রমাগত লংঘনের ক্ষেত্রে, প্রথমবার দোষী সাব্যস্ত হইবার পর হইতে অপরাধী যতক্ষণ পর্যন্ত লংঘন হইতে বিরত হইয়াছেন বলিয়া প্রমাণিত না হয় ততদিন অর্থাৎ প্রতিদিনের জন্য একশত টাকা হারে অর্থদণ্ডে দন্ডিত হইবেন।

৪০। **আইন লংঘনের ফলে ক্ষতিকর ফলাফল**।—(১) উপরে বর্ণিত বিধান সত্ত্বেও, কোন ব্যক্তি এই আইন অথবা উহার অধীন প্রণীত কোন প্রবিধান, বিধি অথবা উপ-আইন অথবা প্রদত্ত কোন আদেশের বিধান লংঘন করিলে এবং অনুরূপ কোন লংঘনে ফলে কোন ব্যক্তির জীবনহানি ঘটিলে, অনধিক এক বৎসরের কারাদণ্ডে অথবা অনধিক দুই হাজার টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয় দণ্ডে দন্ডিত হইবেন; অথবা অনুরূপ কোন লংঘনের ফলে মারাত্মক কোন দৈহিক জখম ঘটিলে, তিনি অনধিক ছয় মাসের কারাদণ্ডে, অথবা অনধিক এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডে, অথবা উভয়দণ্ডে দন্ডিত হইবেন; অথবা অনুরূপ লংঘনের ফলে খনির ভিতরে অথবা উপরে কর্মরত কোন শ্রমিকের অথবা অন্য কোন ব্যক্তির বিপদ ঘটিলে অথবা জখম হইলে তিনি অনধিক এক মাসের কারাদণ্ডে, অথবা অনধিক পাঁচশত টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয়দণ্ডে দন্ডিত হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তি এই ধারার অধীন একবার দোষী সাব্যস্ত হইবার পর পুনরায় উহার অধীন দোষী সাব্যস্ত হইলে, তিনি উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত শাস্তির দ্বিগুণ দণ্ডে দন্ডিত হইবেন।

(৩) এই ধারার অধীন প্রদত্ত অর্থদণ্ডের আদেশ প্রদানকারী আদালত অথবা আপীল অথবা রিভিশনে দণ্ড বহালকারী আদালত, রায় প্রদানের সময়, আদায়কৃত জরিমানায় সম্পূর্ণ অথবা অংশবিশেষ জখমপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে, অথবা জখমপ্রাপ্ত ব্যক্তির মৃত্যুর ফলে তাহার আইনানুগ এজেন্টকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে পরিশোধ করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, আপীলযোগ্য কোন মামলায় অর্থদণ্ড প্রদান করা হইলে, আপীল করিবার সময়সীমা উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে, অথবা আপীল করা হইয়া থাকিলে, আপীল নিষ্পত্তি হইবার পূর্বে অনুরূপ অর্থ প্রদান করা যাইবে না।

৪১। **মালিক এজেন্ট অথবা ব্যবস্থাপকের বিরুদ্ধে অভিযোগ।**—এই আইনের অধীন কোন অপরাধের জন্য প্রধান পরিদর্শক অথবা জেলা ম্যাজিস্টেট অথবা প্রধান পরিদর্শক কর্তৃক, সাধারণ অথবা বিশেষ আদেশ দ্বারা, ক্ষমতাপ্রদত্ত পরিদর্শক কর্তৃক অভিযোগ ব্যতীত, কোন মালিক, এজেন্ট অথবা ব্যবস্থাপকের বিরুদ্ধে কোন মামলা দায়ের করা যাইবে না।

৪২। **অপরাধের অভিযোগ দায়ের সীমাবদ্ধতা।**—কোন আদালত, অপরাধ সংঘটনের তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে অভিযোগ দায়ের করা না হইলে, এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিবে না।

৪৩। **অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ।**—কোন আদালত, প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের নিম্নে নহে, কোন খনির মালিক, এজেন্ট অথবা ব্যবস্থাপক কর্তৃক সংঘটিত কোন অপরাধের অথবা এই আইনের অধীন কারাদণ্ডে দণ্ডিত কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিবে না।

৪৪। **কতিপয় ক্ষেত্রে অভিযোগ দায়ের পরিবর্তে খনিবোর্ড অথবা কমিটির নিকট প্রেরণ।**—(১) প্রধান পরিদর্শক অথবা জেলা ম্যাজিস্টেট অথবা এই আইনের অধীন কোন অভিযোগের দায়েরের পরিদর্শক কর্তৃক আনীত অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা বিচারকারী আদালত যদি মনে করে যে, মামলাটি এইরূপ, যাহা অভিযুক্তির পরিবর্তে খনি বোর্ড অথবা কমিটির নিকট প্রেরণ করা যায়, তাহা হইলে উক্ত আদালত ফৌজদারী কার্যক্রম স্থগিত করিতে পারিবে এবং বিষয়টি অনুরূপভাবে প্রেরণের মতামত উল্লেখ করিয়া, সরকারের নিকট প্রতিবেদন প্রেরণ করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর, সরকার বিষয়টি খনিবোর্ড অথবা কমিটির নিকট প্রেরণ করিতে পারিবে, অথবা আদালতকে বিচার চালাইয়া যাইবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

অধ্যায় ৯

বিবিধ

৪৫। **কোন খনি এই আইনের অধীন কি না তদপ্রশ্নে সিদ্ধান্ত।**—কোন খনন কার্য অথবা অন্য কোন কার্য এই আইন অনুযায়ী খনি কি না এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হইলে, সরকার উহা নিষ্পত্তি করিতে পারিবে এবং এতদ্‌বিষয়ে সরকারের সচিব কর্তৃক স্বাক্ষরিত প্রত্যয়নপত্র চূড়ান্ত হইবে।

৪৬। **এই আইনের কার্যকরতা হইতে অব্যাহতি প্রদানের ক্ষমতা।**—(১) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা কোন স্থানীয় এলাকাকে অথবা খনিসমূহের মধ্য হইতে কোন খনিকে অথবা কোন শ্রেণীর খনিকে অথবা কোন খনির কোন অংশকে অথবা ব্যক্তি শ্রেণীকে এই আইনের সকল অথবা কোন নির্দিষ্ট বিধানের প্রয়োগ হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, এই আইনের অন্যান্য সকল বিধান হইতে অব্যাহতি প্রদান করা না হইলে, কোন স্থানীয় এলাকা অথবা খনিসমূহের গ্রুপে অথবা খনির শ্রেণীকে ধারা ২৬ এর বিধান হইতে অব্যাহতি প্রদান করা যাইবে না।

আরও শর্ত থাকে যে, কোন জরুরি অবস্থা অথবা জাতীয় স্বার্থে প্রয়োজন না হইলে এবং সংশ্লিষ্ট মালিকগণের এবং শ্রমিকগণের সংগঠনসমূহের সহিত আলোচনা না করিয়া ধারা ২৩গ এর বিধান হইতে অব্যাহতি প্রদান করা যাইবে না।

৪৭। **আদেশসমূহের পরিবর্তন ও সংশোধনের ক্ষমতা।**—সরকার, এই আইনের অধীন প্রদত্ত যে কোন আদেশ পরিবর্তন অথবা সংশোধন করিতে পারিবে।

৪৮। **সরকারী খনির ক্ষেত্রে এই আইনের প্রয়োগ।**—এই আইন সরকারের মালিকানাধীন খনির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

৪৯। **হেফাজত।**—এই আইনের অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কার্যের জন্য অথবা করিবার অভিপ্রায়ের জন্য কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন মামলা, অপরাধের অভিযোগ অথবা আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

৫০। [বিলুপ্ত]।

এ, কে, এম রফিকুল ইসলাম (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আখতার হোসেন (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।